দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

29

প্রযুক্তিগত দক্ষতা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত বৃহস্পতিবার গাজীপুরে ইসলামিক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির (আইআইটি) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ইসলামী দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমান তরুণদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের যে আহবান জানিয়েছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামিক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (ইতিপূর্বে যার নাম ছিল আইসিটিভিটিআর) ১৯৮১ সালে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই ইন্সটিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মুসলিম দেশগুলোর কারিগরি ও প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানদানের লক্ষ্যে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুসলিম দেশগুলো প্রকৌশল ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রে কেবল উন্নত দেশগুলো থেকেই নয়; অনেক অনুন্নত দেশগুলো থেকেও পশ্চাৎপদ। এই পশ্চাৎপদতা তাদের সর্বাত্মক উন্নতি সাধনের পথে বিরাট অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করতে হলে এই দেশগুলোকে কারিগরি ও প্রকৌশলগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। মুসলিম দেশগুলো এখন যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তা মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় হল জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া।

বর্তমান যুগে এই প্রয়োজন আরও বেশী। কেননা, বর্তমান যুগ নতুন ধারণা, নতুন তথ্যের যুগ। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের যুগ। তাই এই যুগে টিকে থাকতে হলে এবং উন্নয়ন সাধন করতে হলে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লে চলবে না। আর এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য মুসলিম দেশগুলোকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি অর্জন করতে হবে। বাড়াতে হবে জ্ঞান ও দক্ষতা।

প্রধানমন্ত্রী এ কারণেই মুসলিম দেশগুলোর তরুণদের প্রতি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির আহবান জানিয়েছেন। ইসলামী ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে অবদান রেখেছে। ভবিষ্যতেও রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রযুক্তি বর্তমান পৃথিবীতে ভাগ্য উন্নয়নের চাবিকাঠি। দলমত নির্বিশেষে সকলকেই প্রযুক্তির অনুশীলন করতে হচ্ছে এবং করতে হবে। আধুনিকতাকে অঙ্গীভূত না করে কোন মানুষের পক্ষেই সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তির অবাধ বিস্তারের মাধ্যমেই কেবল আমরা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি।